দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 20 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা ঃ শুক্রবার, ৭ মাঘ, ১৩৯৫

মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র ভর্তি

আজ শুক্রবার বাংলাদেশের ৮টি মেডিক্যাল কলেজে মোট ১২শ' শূন্য আসনে ভর্তির পরীক্ষা হচ্ছে। এই পরীক্ষায় ১১,৫৭৫ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করছে। ১৯৮৮-৮৯ সালের শিক্ষাবর্ষের এই পরীক্ষায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ৫০৪৯ জন, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে ১১৫১ জন, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে ১১৮৪ জন, বরিশালে ৪৭৬ জন, চট্টগ্রামে ১৪২০ জন, সিলেটে ৩০৫ জন, রাজশাহীতে ১৩১৩ জন ও রংপুর মেডিক্যাল কলেজে ৬৭৭ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে। মোট আবেদনকারী প্রার্থীর মধ্যে ১৫৬ জনের আবেদন তথ্যভিত্তিক না হওয়ায় বাতিল করা হয়েছে। তারা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। তবে উল্লিখিত পরীক্ষার্থীর তালিকা ছাড়াও ৫৭ জন উপজাতীয় প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষে ৮,৬০৫ জন প্রার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। গত বছরের মত এ বছরও কোন মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে না। উপজাতীয়দের জন্য ১৬টি এবং বিদেশীদের জন্য ৫৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের মোট আসনের দুই-তৃতীয়াংশ জাতীয় মেধার ভিত্তিতে ও বাকী ৪শ' আসন জেলা কোটার ভিত্তিতে পূরণ করা হবে। চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তির নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, এই নিয়ে গত ১১ বছরে দেশের মেডিক্যাল কলেজসমূহে ৭ বার ভর্তির নিয়ম পরিবর্তন করা হলো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে— দেশের ৮টি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিযোগ্য শূন্য আসন সংখ্যা মাত্র ১২শ'। অথচ ভর্তিচ্ছুক প্রার্থীর আবেদনপত্রের সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার। এ অবস্থায় ভর্তির নিয়ম-কানুন যতই পরিবর্তন করা হোক না কেন তাতে আসন সংখ্যা তো বৃদ্ধি হবে না। সুতরাং মূল সমস্যা সমাধানের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা দরকার তা ভর্তির নিয়ম-কানুন পরিবর্তন নয় বরং আবেদনপত্রের সমানসংখ্যক আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

একথা সবাই জানেন যে, উন্নত দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশে লোক সংখ্যার অনুপাতে ডাক্তার নাই। হাসপাতালও নাই। ফলে দেশবাসী একরকম বিনা চিকিৎসায় বেঁচে আছে। ডাক্তারের অভাব দূর করার জন্য যথেষ্টসংখ্যক মেডিক্যাল কলেজ নাই। যে সামান্য কয়েকটি কলেজ আছে তার আসন সংখ্যাও অত্যন্ত সীমিত। এ অবস্থায় দেশের এমবিবিএস পাঠ ইচ্ছুক ভর্তির আবেদনকারীদের আসনদানের একমাত্র উপায় দেশে আরো অন্ততঃ দশটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা। আমরা জানি সরকারের একার পক্ষে দ্রুততম সময়ের মধ্যে দশটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা সম্ভব নয়, যদিও জাতির জন্য তা সর্বাধিক প্রয়োজন। সুতরাং দেশবাসীকে এই দশটি কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে অংশ নেবার সুযোগ দিতে হবে। স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অধীনে যতটা সম্ভব সরকার মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করুন এবং কিছুসংখ্যক কলেজ স্থাপনের কাজ বেসরকারী খাতে ছেড়ে দিতে পারেন। আমাদের এটা অভিনব কোন প্রস্তাব নয়। কারণ দেশে বেসরকারী খাতে কলেজ আছে। শিল্প-কারখানা আছে এমনকি ক্লিনিক বা ঐ জাতীয় চিকিৎসালয়ও আছে। সুতরাং বেসরকারী খাতে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন কোন আনকোড়া ব্যাপার নয়। দেশ ও দেশবাসীর প্রতি আন্তরিকতা ও উদারতার সঙ্গে এগিয়ে এলে— সরকার অবশ্যই আমাদের প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পারেন।

পৃথিবীর কোথাও বাংলাদেশের জন্য এ ধরনের উন্নয়ন কাজে সাহায্য-সহযোগিতার অভাব হবে না। এখন সর্বাধিক প্রয়োজন— সরকার ও জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ।

আমরা নিশ্চিত যে, এমবিবিএস কোর্স পড়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে। তারা পরীক্ষায় সফল হলেও আমরা তাদের ক'জনকে আসন দিতে পারব? এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে, আগামীতে লেফ্‌ট ওভার মেধাবী ছাত্রে ভরে যাবে সারা দেশ অথচ চিকিৎসা করার জন্য দেশে ডাক্তার থাকবে না। সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহল পরিস্থিতিটি দেশপ্রেমের আলোতে বিবেচনা করবেন বলে আমরা আস্থাশীল।